

25

বন্দরনগরী চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় খোলার তেমন কোন উদ্যোগ নেই

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, চট্টগ্রাম বুলেটিন, বিগত ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৯৯ খ্রিঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চালুর নতুন তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন ছাত্রের নির্মম কোন উদ্যোগ নেই। পুলিশ পাহারায় আজ হত্যাকাণ্ডের পর চবি'তে যে অচলাবস্থা সৃষ্টি থেকে ভার্সিটি শাটল ট্রেন চালুর উদ্যোগ হয়েছে, তা নিরসন করতে বিশ্ববিদ্যালয় চালকদের অনীহার কারণে সফল নাও হতে পারে। চালকরা নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগ এনেছেন।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার উদ্যোগ গ্রহণকল্পে গঠিত ৮ সদস্যের কমিটির ৪ জন ইতোমধ্যে পদত্যাগ করাতে সংকট আরো তীব্র হয়ে উঠেছে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, গত ১৯শে ডিসেম্বর সংঘটিত সহিংস ঘটনার পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা দেখা দেয়।

এদিকে বিএনপি ও জামাত সমর্থিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫১ জন শিক্ষক চবির চলমান সংকট নিরসনে বর্তমান প্রশাসনের অপসারণ দাবি করেছেন। গত ৩০শে মার্চ দেয়া এক বিবৃতিতে তারা

বলেন, বিগত ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৯৯ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন ছাত্রের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর চবি'তে যে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, তা নিরসন করতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রয়েছেন প্রফেসর ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, প্রফেসর ড. এম. বদিউল আলম, প্রফেসর এ. জে. এম নুরুদ্দিন চৌধুরী, প্রফেসর ড. ইউসুফ শরীফ আহমেদ খান, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শামসুদ্দিন, প্রফেসর ড. মোঃ মাহবুবউল্লাহ, প্রফেসর আবদুন নূর, প্রফেসর ড. আবুল কালাম আজাদ, প্রফেসর ড. সৈয়দ মোঃ আতহার, প্রফেসর ড. মোঃ লোকমান, প্রফেসর আ. ন. ম ওয়াহিদুর রহমান, প্রফেসর, ড. হিদ্বিক আহমদ চৌধুরী, প্রফেসর আ. ন. ম মুনীর আহমদ চৌধুরী ও প্রফেসর ডা. হারুন-অর-রশীদ প্রমুখ শিক্ষক।